করলেও মঠসন্ন্যাসীদের কর্মকাণ্ড সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না।

১. সন্ন্যাসীরা নিঃস্বার্থভাবে মানবকল্যাণে নিয়োজিত হত বলে বলা হলেও তাদের কল্যাণকর কাজসমূহ পুরোপুরিভাবে নিঃস্বার্থ ছিল না।

২. সন্ন্যাসীদের কায়িক শ্রমে নিয়োজিত হওয়ার বিষয়টিও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না।

৩. সন্ন্যাসবাদের বিরুদ্ধে একটি বড়ো অভিযোগ হচ্ছে মধ্যযুগে ইউরোপে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভাঙনের ক্ষেত্রে সন্ন্যাসবাদের ভূমিকা রয়েছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে যোগদান করা হতে রক্ষা পেতে অনেকেই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে মঠে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করত।

৪. সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ হচ্ছে, তাঁরা ছিল অতিমাত্রায় গোঁড়া ও অসহিষ্ণু। খ্রিস্ট ধর্ম বিরোধী কিংবা খ্রিস্ট ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়—এমন কোনো কিছুকেই তারা গ্রহণ করতে এমনকি সহ্য করতেও পারত না। তাদের গোঁড়ামি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, খ্রিস্টধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয় বলে গ্রিক ও রোমানদের অনেক প্রাচীন মন্দির ও শিল্পকলা তারা ধ্বংস করেছিল। সন্ন্যাসীদের এই পরমতঅসহিষ্ণু মনোভাব মধ্যযুগের ইউরোপে এক ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল।

৫. সন্ন্যাসবাদে আর একটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে সমাজের অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করার ফলে বহু প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়—যারা সভ্যতাকে অনেক কিছু উপহার দিতে পারতেন।

সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, সেন্ট বেনেডিক্টের আদর্শ অনুযায়ী মানব কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখার নামে সন্ন্যাসীরা জাগতিক বিষয়ের সাথে অধিক মাত্রায় সংযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই আত্মার চূড়ান্ত মুক্তির বিষয়টি হয়ে পড়ে অবহেলিত।

অভিষেক দ্বন্দ্ব

পোপ হওয়ার আনক আগে থেকেই হিলডিব্রান্ডের (সপ্তম গ্রেগরি) মধ্যে পোপতন্ত্রকে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে দেওয়ার একটি সুপ্ত বাসনা ছিল। চার্চের মধ্যে যে সংস্কার আন্দোলন

চলছিল তার সাফল্যের জন্য তিনি সাম্রাজ্যের পুরোনো ব্যবস্থাকে বদলে দিতে চেয়েছিলেন। চার্চের প্রাচীন আইনকানুন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পোপ সপ্তম গ্রেগরি চেয়েছিলেন একটি নতুন সমাজ গঠন করতে। পরবর্তীকালে তাঁর প্রচারিত বিধান অনুযায়ী শাসকদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হলেন। সপ্তম গ্রেগরির উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল যাজক সম্প্রদায়ের ইনভেস্টিচার বা অভিষেক অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ।

ইনভেস্টিচার : যে অনুষ্ঠানে নতজানু হয়ে সামন্তপ্রভুর কাছ থেকে ভ্যাসাল তার স্বীকৃতি ও অধিকার গ্রহণ করত তা ইনভেস্টিচার নামে পরিচিত। স্থানীয় যাজকদেরও এভাবে সামন্তপ্রভুর অধীন ভ্যাসাল হতে হত। পোপ দ্বিতীয় হেনরি যাজক নয় এমন সামন্তপ্রভু কর্তৃক যাজক সম্প্রদায়ের ইনভেস্টিচার প্রথা ও অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেন। ঘোষণা করা হয় এই নির্দেশকে কেউ অমান্য করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হবে। এই আদেশনামা শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থে পোপতন্ত্রের একটি দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্ম দেয়। কারণ ইনভেস্টিচার প্রথাটি ছিল সামন্ততন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং পোপ যেন সম্রাট ও সামন্তপ্রভুদের অধিকার ও ক্ষমতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

পোপ সপ্তম গ্রেগরির প্রচার : পোপ সপ্তম গ্রেগরি বিধর্মী সামন্তপ্রভু কর্তৃক যাজকদের জন্য ইনভেস্টিচার বা অভিষেক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছিলেন। পোপের অনুসারীদের সুদীর্ঘ প্রচারের ফলে একটি সুগঠিত জনমত সৃষ্টি হয়। পোপের অনুগামীদের বক্তব্য অনুকরণে এই প্রথা বিধর্মী ব্যক্তিদের চার্চের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। ইনভেস্টিচারের সময় কর্তৃত্বের প্রতীক হিসাবে যে আঙটি ও দণ্ড দেওয়া হত পোপ ঘোষণা করেন এখান থেকে তিনি তা প্রদান করবেন। একইসাথে পোপ তাঁর 'dectatus papel'-এর কতকগুলো ধারা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। সেগুলি হল—(ক) কেবল ঈশ্বরই প্রতিষ্ঠা করেছেন রোমান চার্চকে। (খ) ধর্মগ্রন্থগুলি প্রমাণ করেছে রোমান চার্চ অতীতেও ভুল করেনি, ভবিষ্যতেও ভুল করবে না। (গ) ঈশ্বর ছাড়া পোপের বিচার করার অধিকার কারোর নেই। (ঘ) বিশপদের নিযুক্তি বা পদচ্যুতির ক্ষমতা একমাত্র পোপের হাতেই সংরক্ষিত। (ঙ) সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করার অধিকার পোপেদের আছে।

হেনরির সঙ্গে পোপের সংঘাত : এভাবে পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়। এই সংঘাতকে মূল্যায়ন করলে বলা যায় সম্রাট চতুর্থ হেনরির দূরদর্শিতার অভাব ছিল। তিনি জার্মানিতে তার শক্তি সামর্থ্যের যথেষ্ট মূল্যায়ন করতে পারেননি। তাই দেখা যায় প্রত্যক্ষ সংঘাতের সময়ে স্যাক্সনি ও দক্ষিণ জার্মানির যাজক ছাড়াও সাধারণ ভূস্বামীদের অনেকেই সম্রাটের পক্ষ ত্যাগ করেছিল। কারণ ইতিপূর্বেই রাজা পোপ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন। পোপের অনুগামী এই সম্মিলিত শক্তি জার্মানির অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয় এবং ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পোপের সঙ্গে আপস রফা করার শেষ শর্ত আরোপ করে। একই সঙ্গে পোপকে অনুরোধ

করেন জার্মানিতে উপস্থিত হয়ে চতুর্থ হেনরির সিংহাসনচ্যুতি অনুমোদন করতে এবং নতুন উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতে।

হেনরির ক্ষমা প্রার্থনা : সম্রাট চতুর্থ হেনরি বুঝেছিলেন এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে তার পতন ঠেকানো যাবে না তাই বাধ্য হয়ে পোপের কাছে মার্জনা ভিক্ষার সিদ্ধান্ত নেন। এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সহ প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে আল্পস পর্বত অতিক্রম করে ইতালিতে উপস্থিত হন। পোপ ছিলেন অ্যাপেনাইন পর্বতের উপর কানোসার সুরক্ষিত দুর্গে। দুর্গের বাইরে তিনদিন অবর্ণনীয় কষ্টভোগের পর পোপ তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন, পোপের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন চতুর্থ হেনরি। এভাবে পোপ হেনরির উপর থেকে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে নেন।

পুনরায় সংঘাত : রাজার এই আত্মসমর্পণ জার্মানির রাজদ্রোহী সামন্তদের নিকট মনে হয়েছে কাপুরুষোচিত আচরণ, তাই তাঁরা জার্মান সম্রাট হিসাবে চতুর্থ হেনরিকে সরিয়ে রুডলফকে নতুন সম্রাট মনোনীত করেন। এই নির্বাচন এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে জার্মানিকে ঠেলে দেয়। এই সমস্যা সমাধানকল্পে পোপ দুজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলে সম্রাট চতুর্থ হেনরি তাদের অগ্রাহ্য করেন ফলে পোপ পুনরায় চতুর্থ হেনরিকে সমাজচ্যুত ও সিংহাসনচ্যুত ঘোষণা করেন। এবং একই সাথে রুডলফের মনোনয়ন মেনে নেন। অন্যদিকে চতুর্থ হেনরি তাঁর অনুগত বিশপদের নিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন যেখানে গুইবার্টকে পোপরূপে নির্বাচন করা হয়। এইভাবে সপ্তম গ্রেগরির সাথে সম্রাট চতুর্থ হেনরির প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সৃষ্টি হয়।

পোপের মৃত্যু : চতুর্থ হেনরি দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে সমগ্র জার্মানিকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং পরবর্তীতে পোপের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইতালির দিকে অগ্রসর হন। প্রথম দুটি অভিযান ব্যর্থ হলে ১০৮৩ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় অভিযানে তিনি রোম দখল করেন। গুইবার্ট ইতিহাসে তৃতীয় ক্লিমেন্ট নামে পরিচিত। অন্যদিকে ক্ষমতাচ্যুত পোপ সপ্তম গ্রেগরি আশ্রয় নেন সেন্ট অ্যাঞ্জেলোর দুর্গে। পরবর্তীকালে ইতালির নর্মান শাসকের সাহায্যে সপ্তম গ্রেগরি রোম দখল করতে সমর্থ হন। কিন্তু পোপের অনুগামী সৈন্যের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ফলে ইতালিতে পোপ সম্পর্কে এক বিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পোপের মিত্রশক্তির এই আচরণে পোপ সপ্তম গ্রেগরি রোমে প্রবেশ না করে নির্বাসনই বেছে নেন এবং এই নির্বাসনকালে ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পোপ সপ্তম গ্রেগরির মৃত্যুর পর চার্চের আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া থেমে যায়নি। ক্রমে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এক ধরনের সংগ্রাম চলতে থাকে।

ওয়ার্মসের চুক্তি : চতুর্থ হেনরি ও পোপ সপ্তম গ্রেগরির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে সংঘাতের সাময়িক অবসান ঘটে ১১২২ খ্রিস্টাব্দের ওয়ার্মসের চুক্তির মধ্য দিয়ে। এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে (ক) যাজকদের

পরিষদ বিশপ ও অ্যাবট নির্বাচিত করবে এবং পোপ কর্তৃক তা অনুমোদিত হতে হবে। (খ) মনোনীত বিশপ ও অ্যাবট সামন্তপ্রভুর নিকট থেকে ইনভেস্টিচার গ্রহণ করবে।

ফ্রেডারিক বারবারোসা : পরবর্তী জার্মান শাসক ফ্রেডারিক বারবারোসা রোমান সাম্রাজ্যকে তার গৌরবময় অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেকে গিসারদের সমকক্ষ মনে করতেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করার জন্য পোপকে আহ্বান জানান। অন্যদিকে জার্মান কর্তৃক ইতালির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলে পোপ তৃতীয় আলেকজান্ডারের সাথে ফ্রেডারিক বারবারোসার মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এটিকে তারা ইতালিবাসীর উপর আঘাত বলে গণ্য করে। ফলে তারা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে। ফ্রেডারিক পরাজিত হন এবং পোপের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন। পোপের নির্দেশ মতো তিনি তৃতীয় ক্রুসেডে অংশ নেন।

তৃতীয় ইনোসেন্টের প্রভাব

পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ইউরোপীয় রাজাদের উপর চার্চের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপকে ধর্ম থেকে বহিষ্কারের ভয় দেখিয়ে ত্যাজ্য স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেন। এছাড়াও ইংল্যান্ডের রাজা জনকে বাধ্য করেন পোপের নির্দেশ পালন করতে। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের আমলে চার্চ ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছালেও এর মধ্যে নিহিত ছিল ধ্বংসের বীজ। পরবর্তীতে পোপ এবং যাজকগণ পার্থিব শক্তির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন, যা তাদের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।

চার্চ ও সম্রাটের দ্বন্দ্ব : পোপতন্ত্রের চূড়ান্ত অবক্ষয়

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে পোপের ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। যার অন্যতম কারণ ছিল ক্রুসেডের ব্যর্থতা। এছাড়াও পোপ এবং যাজকগণ ক্রমশ বিলাসী হয়ে ওঠায় তাদের মধ্যে দুর্নীতি বাসা বাঁধে। এতে সাধারণ মানুষ পোপ ও বিশপদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তারা পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পোপ বিদ্রোহী মানুষদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালান। পোপের নির্দেশে সামন্তপ্রভুরাও বিদ্রোহীদের উপরে অমানবিক অত্যাচার চালায় ফলে বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিভিন্ন দেশের রাজাদের সাথেও পোপের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম এডোয়ার্ড ও ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ ফিলিপ পোপ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় পোপের ক্ষমতা ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে।

ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে ফ্রান্সের চার্চগুলোর ওপর কর আরোপ করেন। পোপ ফিলিপকে বহিষ্কার করার ভয় দেখান। ফলে ক্রুদ্ধ ফিলিপ সসৈন্যে ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে রোম আক্রমণ করে পোপকে বন্দি করেন। এই অপমানে পোপ দারুণভাবে মর্মাহত হন এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ধর্মযাজকদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব পোপতন্ত্রকে অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছিল। পরবর্তী পাঁচশত বছর পর্যন্ত ইউরোপীয় জনজীবনে ধর্মীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকলেও ইউরোপীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে পোপের প্রতি আস্থা আর তেমনভাবে ফিরে আসেনি।

৭.৫.৩ ক্লুনির সংস্কার

দশম ও একাদশ শতকের মধ্যযুগের ইউরোপের সর্ববৃহৎ ও আলোড়িত ঘটনাটি হল ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন। বিভিন্ন মঠগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন ও নৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই আন্দোলন শুরু হয় ও তা পরবর্তীতে আরো বৃহত্তর রূপ ধারণ করে। যাজক সম্প্রদায়ের বৈভব ও বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন এবং চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়েছিল এই আন্দোলনের মাধ্যমে। তাই ৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ক্লুনির আন্দোলন পরিণত হয়েছিল ইউরোপের ধর্মীয় শক্তির মূল কেন্দ্রভূমিতে।

ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের পটভূমি : নবম শতাব্দীতে নর্সম্যান, হাঙ্গেরিয়ানদের বারংবার আক্রমণ এবং লোভী ও স্বার্থলোলুপ অভিজাতদের প্রভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নিদারুণ অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। ... আইনশৃঙ্খলা